আমাদের সচেতন উপলব্ধি ছিল আর এই দাবির সফল বাস্তবায়নে আমাদের অপরিহার্য করণীয় হচ্ছে মাতৃভাষায় কমপিউটার চর্চা। সোজা কথায়, বাংলা কমপিউটিংকে বাদ দিয়ে কখনই জনগণের হাতে কমপিউটার পৌঁছানো সম্ভব হবে না। তাই বাংলা কমপিউটিংকে সবার আগে স্থান দিতে হবে। আমরা সিকি শতাব্দীর কমপিউটার জগৎ প্রকাশ করতে এবং কমপিউটার জগৎকেন্দ্রিক তথ্যপ্রযুক্তি আন্দোলনে কখনই সেই উপলব্ধি থেকে সরে আসিনি।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯৫ সংখ্যার প্রচ্ছদ

আমরা লক্ষ করেছি, ভাষার মাস ফেব্রুয়ারি হচ্ছে বাংলাভাষা সম্পর্কে যাবতীয় সচেতনতা সৃষ্টির একটি মোক্ষম সময়। তাই ফেব্রুয়ারি মাসেই বাংলা কমপিউটিংয়ের বিষয়টিকে বারবার জাতির সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে মোটামুটিভাবে একটি স্থায়ী সিদ্ধান্ত নিয়েই রাখি। দুয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া আমরা কমপিউটার জগৎ-এর প্রায় প্রতিটি ফেব্রুয়ারি সংখ্যায় প্রচ্ছদ কাহিনী ও অন্যান্য লেখালেখির মাধ্যমে আমরা বাংলা কমপিউটিংয়ের সমস্যা ও সম্ভাবনাকে জাতির সামনে তুলে ধরেছি। সেই সাথে প্রয়োজনীয় করণীয় নির্দেশ করেছি।

আমরা কমপিউটার জগৎ প্রকাশনা শুরু করি ১৯৯১ সালের মে মাসে। অতএব কমপিউটার জগৎ-এর সামনে প্রথম ফেব্রুয়ারি সংখ্যাটি আসে ১৯৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসটি। এই ফেব্রুয়ারি মাসেই আমরা যে প্রচ্ছদ প্রতিবেদন ছাপি, এর শিরোনাম ছিল– 'কমপিউটারে বাংলা, সর্বস্তরে আদর্শ মান চাই'। পরের বছর ১৯৯৩ সালে অবশ্য জানুয়ারি সংখ্যাটিতেই প্রচ্ছদ কাহিনী রচনায়ও আমরা বাংলা কমপিউটিংকেই অনুষঙ্গ করি। আর এই প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনাম করি– 'বাংলা একাডেমির হাতে বিপন্ন বাংলা'। একই বছরের আগস্ট সংখ্যায় আমরা প্রকাশ করি বাংলা কমপিউটিংয়ের ওপর 'বিসিসির পোস্টমর্টেম : বাংলাদেশের বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে' শীর্ষক আরেকটি প্রচ্ছদ কাহিনী।

প্রথম বাংলা কমপিউটিংবিষয়ক প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'কমপিউটারে বাংলা, সর্বস্তরে আদর্শ মান চাই'-এ আমরা লিখেছিলাম– 'কমপিউটার ব্যবহার আমাদের দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই প্রসার লাভ করছে। বাংলাদেশকেও প্রযুক্তির এই নতুন প্রবাহে অংশগ্রহণ করতে হবে। বাংলা ব্যবহারের ফলে কমপিউটারকে আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ব্যবহার করা সম্ভব। সর্বস্তরে বাংলা ব্যবহারের অনেক দিনের প্রচেষ্টাতে এর অবদান হবে যুগান্তকারী। ইংরেজিতে নির্ভুল, সহজ ও তাড়াতাড়ি লেখার যান্ত্রিক যেসব সুযোগ বিদ্যমান, বাংলাভাষাকে সর্বস্তরে ব্যবহার এবং সবার কাছে গ্রহণীয় করার জন্য বাংলা ব্যবহারের ক্ষেত্রেও সেসব সুবিধাদি বাস্তবায়নে সচেষ্ট হতে হবে। তাই গত কয়েক বছর ধরে কমপিউটারে বাংলাভাষার সম্ভাবনা নিয়ে গবেষণা ও আলোচনা চলছে এবং এ ব্যাপারে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে– এটি আমাদের জন্য আশার বাণী।'

'বাংলা একাডেমির হাতে বিপন্ন বাংলা' প্রচ্ছদ প্রতিবেদনে এমনটি আমরা এজন্যই বলি– তখন দেশে বাংলা কমপিউটারে বাংলা কিবোর্ড লেআউট প্রমিত করার ব্যাপারে একটি কমিটি থাকলেও দীর্ঘ ছয় বছর কাজ করার পর কমিটি যখন একটি কিবোর্ড প্রণয়নে ঐকমত্যে পৌঁছে, তখন বাংলা একাডেমি একটি বিপণন প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগসাজশ করে ওই ব্যবসায়ীর কিবোর্ড বিন্যাস আদর্শ হিসেবে ধরে। এতে সচেতন নাগরিকদের অনেকেই ক্ষুব্ধ হন। এর বিস্তারিত তুলে ধরেই ছিল এই প্রতিবেদন।

ফেলে রেখে এই জাতির ভাষার বর্ণমালার কোডিং তৈরি করে ফেলেছে ভারত। শুধু তাই নয়, তারা বাংলাভাষার ওপর যে সফটওয়্যার তৈরির কাজ সেরেছে, তা আগ্রাসী শক্তিতে বাংলাদেশে প্রবেশ করবে অচিরেই। বিনা যুদ্ধে ভাষা ও বর্ণের ওপর জাতীয় অধিকার ছেড়ে দিয়ে এ সরকার ১৯৫২-র ও ১৯৭১-এর বিজয়কে সম্পূর্ণ ধূলিসাৎ করে দিয়েছে। অথচ কেতার রচয়িতা বাংলাভাষার অহংধারী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে এখন পর্যন্ত এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই।'

এই প্রচ্ছদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে আমরা তুলে ধরি– এ ব্যর্থতার ভয়াবহতা কতটুকু, বাংলা প্রমিত বর্ণমালা কোড কী, কেনো ব্যর্থ হলো বিসিসি, বিশেষজ্ঞেরা কী ভাবছেন ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এভাবে কমপিউটার জগৎ-এর গোটা সিকি শতাব্দীর ইতিহাসে আমরা বাংলা কমপিউটিং আন্দোলনকে এগিয়ে নেয়ার জন্য যখন যা বলার প্রয়োজন, তা উল্লেখ করেছি অসংখ্য প্রচ্ছদ প্রতিবেদন রচনা করে, প্রতিবেদন তৈরি করে ও নানাধর্মী লেখালেখি করে। এখানে এর বিস্তারিতে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব। তবে এখানে এ সম্পর্কিত আমাদের প্রচ্ছদ কাহিনীর শিরোনামগুলো উল্লেখের প্রয়াস পাব। তা থেকে বাংলা কমপিউটিং আন্দোলনে আমাদের সংশ্লিষ্টতা কতটুকু নিবিড় ছিল, তা আন্দাজ করা যাবে।

ফেব্রুয়ারি ১৯৯২ সংখ্যা : কমপিউটারে বাংলা ব্যবহার, সর্বস্তরে আদর্শ মান চাই; জানুয়ারি ১৯৯৩ : বাংলা একাডেমির হাতে বিপন্ন বাংলা; আগস্ট ১৯৯৩ : বিসিসির পোস্টমর্টেম : বাংলাদেশের বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে; এপ্রিল ১৯৯৫ : অনিশ্চয়তার পথে বাংলাদেশের বাংলা; ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬ : বাংলাদেশের বাংলা সফটওয়্যার, সফটওয়্যার বাণিজ্য; মে ১৯৯৬ : কমপিউটার ও বাংলাভাষা; মার্চ ২০০১ : বাংলাভাষার বিশাল টাকার প্রযুক্তিবাজার; এপ্রিল ২০০১ : ইউনিকোড ও বাংলাভাষা; ফেব্রুয়ারি ▸

১৯৯৪ সালে ১৪ ডিসেম্বরের সফটওয়্যার প্রদর্শনী ও সাংবাদিক সম্মেলনে এক হাতে মাইক নিয়ে আনন্দ মিশ্রিত কৌতুকবহ শিশু বুলি মিশিয়ে C++ ভাষায় তৈরী প্রোগ্রাম সাংবাদিকদের বুঝিয়ে দিচ্ছে ষষ্ঠ শ্রেণীর উচ্ছাস। তার পিছনে ছবিতে সর্ব বামে সর্বপ্রথম কমপিউটার প্রোগ্রামিং প্রতিযোগিতায় প্রথম হওয়া মিশো। তারপর পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র প্রশ্ন এবং চতুর্থ শ্রেণীর স্বচ্ছ ডানে উপবিষ্ট রয়েছেন মাসিক কমপিউটার জগৎ-এর প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক মরহুম আবদুল কাদের

বাংলা কমপিউটিং নিয়ে তৃতীয় প্রচ্ছদ প্রতিবেদন 'বিসিসির পোস্টমর্টেম : বাংলাদেশের বাংলা ভারতের নিয়ন্ত্রণে' আমরা লিখি– 'শ্রীলঙ্কা ও থাইল্যান্ডের মতো দেশ পর্যন্ত আইএসওতে তাদের নিজস্ব ভাষায় কোডিং জমা দিয়ে অপেক্ষা করছে দুই বছর ধরে। ভাষার অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না যে জাতির, সেই বাংলাদেশকে